দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 14 MAR 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

C73

শিক্ষাঙ্গন

সহশিক্ষা প্রসঙ্গে

গত ৩ ফাল্গুন দৈনিক ইনকিলাবের শিক্ষাঙ্গন কলামে ঢালী হেলেনের 'সহশিক্ষা' শীর্ষক লেখাটিতে সহশিক্ষার স্বপক্ষে লেখিকার জোরালো যুক্তি ও তাঁর মনের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। আজকে সমাজে পুরুষের পাশাপাশি নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার এবং বর্তমান শিক্ষা কাঠামোর প্রেক্ষাপটে লেখিকার এ বক্তব্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। কিন্তু বাস্তব যে বড়ই নির্মম। এ নির্মম বাস্তবতার নিরীখেই ভিন্ন কথা বলতে হচ্ছে। লেখিকা নিজেই বলেছেন, "আমাদের দেশে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক নম্বর বাধা হচ্ছে 'সহশিক্ষা'— সহশিক্ষাকে অধিকাংশ অভিভাবক মেনে নিতে চাইছেন না।" লেখিকার এ বক্তব্য বাস্তবতারই প্রতিচ্ছবি।

শিক্ষা ক্ষেত্রে পর্দা প্রথা ও সহশিক্ষাকে নিয়ে আমাদের সমাজে আজ বিতর্কের ঝড় উঠেছে। কিন্তু ভাবনার বিষয় হলো, যে কোরান-হাদীসের মাধ্যমে আল্লাহ তা'য়ালা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শিক্ষাকে ফরজ করে দিয়েছেন, সে কোরান-হাদীসের মাধ্যমেই আবার নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য পর্দাকে ফরজ করেছেন। সুতরাং আল্লাহর এ দুই নির্দেশের মধ্যে তো কোন বিরোধ থাকতে পারে না।— আসলে নেইও। আমরা সমাজের মানুষেরাই আমাদের অজ্ঞতার জন্য আল্লাহর এ কল্যাণকর নির্দেশের মধ্যে বিরোধ সৃস্টি করে থাকি। এতে শিক্ষাক্ষেত্রে নারী সমাজই দু'দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সব চাইতে বেশী। একদিকে পর্দার বিধান সম্পর্কিত অজ্ঞতাপ্রসূত ধারণা হেতু পর্দা রক্ষার নামে খোঁড়া যুক্তিধারী একশ্রেণীর অভিভাবক আজও মেয়েদের শিক্ষার উদ্দেশ্যে ঘরের বাইরে যেতে না দিয়ে ফরজ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করছেন।

অন্যদিকে, পর্দার আবশ্যকতা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অভাবে আল্লাহ তা'য়ালার ফরজ নির্দেশকে অমান্য করার কারণে সমাজে যে অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সৃষ্টি হয়েছে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যও অভিভাবক শ্রেণী, মেয়েদেরকেই সবচাইতে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করছেন বলে মনে করি। আমাদের সমাজ নেতৃবর্গ যদি সচেতন হতেন, তবে হয়তো এতোটা বিভীষিকাময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো না। তারা একদিকে সমাজে কিশোর-ছাত্র-যুবকদের নৈতিক চরিত্র হননের লক্ষ্যে সমাজে শত সহস্র মাধ্যম খুলে রেখেছেন। অন্যদিকে শিক্ষা ক্ষেত্রসহ সর্বত্র ফ্রি মিক্সিং-এর ফলে বয়সেরও জৈবিক ধর্ম অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবে অপরিপক্ক বয়সের ছাত্র-ছাত্রী, যুবক-যুবতীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হারে গড়ে উঠেছে অবৈধ প্রেম-ভালবাসা। পরিণতিতে একদিকে যেমন যার যার লেখা-পড়ায় ও কর্মক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে অবহেলা ও নৈরাশ্য— তেমনিভাবে আবার অপরিপক্ক প্রেম-ভালবাসার ব্যর্থতায় বহু অঘটন ও অকল্যাণকর ঘটনা নিত্যদিন সংঘটিত হচ্ছে। হত্যা, আত্মহত্যা, এসিড নিক্ষেপ, কিশোরী ধর্ষণ, ছাত্রী অপহরণ, কুমারী মাতাদের আর্তনাদ ইত্যাদি অসংখ্য ঘটনা খবরের কাগজে নৈমিত্তিক সংবাদ হয়ে আসছে। এর অশুভ পরিণতি শুধু এখানেই সীমাবদ্ধ নয়। পরবর্তীতে সংসার জীবনেও পারস্পরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ব্যর্থতা ও পারস্পরিক সন্দেহ ও বিশ্বাসহীনতা শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদে গিয়ে ঠেকছে। পরিণতিতে সমাজ তথা জাতীয় জীবনেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে।

সমাজের এ করুণ চিত্র প্রত্যক্ষ করে নিজেদের ও সন্তানের মান-মর্যাদা ও ইজ্জতের কথা ভেবে অনেক শিক্ষিত, ধার্মিক ও বিবেকবান ব্যক্তিও বিশেষ করে গ্রাম্য সমাজে শিক্ষার মত মহামূল্যবান প্রয়োজনীয় বিষয় থেকে মেয়েদের বঞ্চিত করতে ও লেখাপড়ায় ইতি টানতে বাধ্য হচ্ছেন। আর সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষদের তো কথাই নেই। অবস্থাটা এমন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে যে, পিতা-মাতা মেয়েকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে বাসায় ফিরে না আসা পর্যন্ত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না। এ অবস্থা আজ সর্বত্রই।

এ দু'অবস্থায়ই নারী সমাজ শিক্ষাক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন, পর্দার বিধান সম্পর্কিত স্বচ্ছ ধারণার অভাবেই।

এ পরিস্থিতিতে সমাজে পর্দা সম্পর্কে খোঁড়া যুক্তিধারী অভিভাবকদের ভুল ভাঙ্গিয়ে মেয়েদের শিক্ষার প্রতি উৎসাহদান, সহশিক্ষার ফলে অকল্যাণকর পরিস্থিতির উদ্ভব তথা ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার প্রতি অবহেলা ও নৈরাজ্য দূরীকরণ, অভিভাবকদের ভয়-দুশ্চিন্তা থেকে মুক্ত করা, আল্লাহর নির্দেশিত পর্দা প্রথাকে সঠিকভাবে মেনে চলা সর্বোপরি নারী শিক্ষার দ্রুত উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার পৃথকীকরণ যে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে লেখিকা সে বিষয়ে নিশ্চয়ই একমত না হয়ে পারবেন না।

প্রশ্ন উঠতে পারে, শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে পৃথকীকরণ করলেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তা অবশ্যই নয়। শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে সমাজের সর্বত্র ব্যাপক পরিবর্তন ও নৈতিক অধঃপতনের মুলোৎপাটন না হওয়া পর্যন্ত ব্যাপক সুফল আশা করা যাবে না।

—আবু বকর সিদ্দিকী